গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

বিষয়: ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ বিষয়ক কর্মশালার কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি	: মো: আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক, এসডিজি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বিশেষ অতিথি	: ড. মো: শামসুল আরেফিন, সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সভাপতি	: মো: আসাদুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্থান	: এমআইএস অডিটোরিয়াম (২য় তলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	: ১৫ মে ২০১৯ খ্রিঃ
আয়োজনে	: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

কর্মশালার শুরুতে জনাব শেখ মুজিবর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃংখলা) এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন প্রত্যেকটি উদ্যোগই অনেক ভালো। উদ্ভাবকগণ অত্যন্ত আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণ। তিনি এসময় উদ্ভাবকদের পাইলটিং বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদ, এনজিও সহ যারা সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সকল অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সম্মানিত প্রধান অতিথির উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এরপর এটুআই প্রোগ্রাম এর পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, কর্মশালার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি তুলে ধরেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নে শিখন, চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং লার্নিং জার্নি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা শেষে উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ তাদের উদ্যোগগুলি দেয়ালে বিভিন্ন তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এতে মূলত: সমস্যা, সমস্যা সমাধানে গৃহিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ফলাফল তুলে ধরা হয়। শোকেসিং এর প্রথম পর্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত ৯ জনের রিসোর্স টিম প্রতিটি উদ্যোগ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে উদ্যোগগুলির সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক রেপ্লিকেশন/স্কেলআপযোগ্য উদ্যোগসমূহ চিহ্নিত করেন।

বৈকালিক সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ শোকেসিংকৃত উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগগুলি পরিদর্শন করেন ও উদ্ভাবকদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। এসময় তারা প্রতিটি উদ্যোগের ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এটুআই প্রোগ্রাম এর পরিচালক জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ (অতিরিক্ত সচিব)।

প্রধান অতিথি জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক(এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় রেপ্লিকেশনকে সজ্ঞায়িত করে বলেন যেটা মডেল হিসেবে অন্য জায়গায় বাস্তবায়ন করা যায়, তাকেই রেপ্লিকেশন বলা যেতে পারে। তিনি রেপ্লিকেশনের জন্য কি করা উচিত, কিভাবে রেপ্লিকেট করা হবে, সরকারি অর্থ কোথায় লেগেছে, কোথায় সরকারি অর্থ লাগেনি সেগুলো চিহ্নিত করার উপর জোর দেন। তিনি বলেন সরকারি অর্থ ব্যয় না হলে রেপ্লিকেশনের সংখ্যা বাড়াতে সমস্যা থাকার কথা নয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোগ বেছে নিতে হবে। ১৪ টি উদ্যোগই বেষ্ট প্র্যাকটিস হিসেবে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং এটুআই প্রোগ্রামের সমন্বয়ে একটি টিম উদ্যোগগুলো মনিটরিং করার জন্য পরামর্শ দেন। টিম আগামী জুনের মধ্যে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে। আমাদের কাজগুলি ঈর্ষনীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি উদ্ভাবন উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলাকার লোকজনকে সম্পৃক্ত করতে বলেন। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কে মাথায় রেখে এগুতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা (এসডিজি) পূরণ করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি করার অনেক জায়গা রয়েছে। এমডিজিতে আমরা মোটামুটি ভাল করলেও মাতৃ মৃত্যুর হার কাঙ্খিত মাত্রায় কমেনি।

তিনি বলেন আমি প্রকল্পগুলো নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করলাম। এবারের শোকেসিং ওয়ার্কশপে কিছু ইউনিক উদ্ভাবনী প্রকল্প রয়েছে। সেগুলো বেশ ভাল লেগেছে। এগুলো আমাদের সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা আবার দুটি বিভাগের প্রকল্পগুলো নিয়ে বসব। তখন যাচাই করব কোনগুলো স্কেলআপ হবে এবং কোনগুলো রেপ্লিকেশনে যাবে।

বিশেষ অতিথি জি.এম. সালেহ উদ্দিন, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ উদ্ভাবকদের বলেন আপনারা অনন্য, অন্যরা আপনাদের নিকট শিখবে, অনুসরণ করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিত্র বদলে যাবে আপনাদের প্রচেষ্টায়।

বিশেষ অতিথি ড. মো: শামসুল আরেফিন, সিনিয়র সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিবেদনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উদ্ভাবনের স্কেলআপের কথা উল্লেখ করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় এটি সঞ্চালনা করেন। এ প্রক্রিয়ায় বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনাসহ সার্বিক বিষয় সমন্বয় করা হচ্ছে।

সভাপতি, মো: আসাদুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বলেন, পাইলটিং শেষ মানে কাজ শেষ নয়। এগুলি চলমান রাখতে হবে। ইনোভেশনের কাজ শেষ হবার নয়। যারা মাঠ পর্যায়ে ভাল কাজ করছে তাদেরকে খুঁজে বের করে, তাদের কাজগুলো ভিডিও করা হবে এবং ইনোভেশনে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সার্বিক সুযোগ সুবিধা দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই, উদ্যোগগুলি পাইলটিং করতে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন নেই। কিভাবে এগুলি এগিয়ে নেয়া যায় সে বিষয়ে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। সেবার মান কিভাবে উন্নত করা যায় সেজন্য আপনারা নিবেদিতভাবে কাজ করে যাবেন। কাজ চলতে থাকবে, অনেকগুলি উদ্যোগে পরিপক্কতা আসেনি। আপনারদের কাজগুলি এগিয়ে নিন কোনভাবেই হতাশ হলে চলবে না। পরবর্তী কর্মশালায় এগুলি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। উদ্ভাবনের মাধ্যমে সকলের মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন যে সকল উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যেগুলি সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত সেগুলিকে মডেল হিসেবে এগিয়ে নেবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে সার্বিক সহায়তা করা হবে।

২. পর্যালোচনা সভায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	আলোচনার বিষয়	সুপারিশ সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	উদ্ভাবনী উদ্যোগ রেপ্লিকেশন/ স্কেলআপ	১। ৫টি উদ্যোগ সারাদেশে স্কেলআপের জন্য গৃহিত হয়। এদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে জুন, ২০১৯ এর মধ্যে, বাস্তবায়ন শুরু হবে জুলাই ২০১৯ থেকে এবং বাস্তবায়ন শেষ হবে ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে। স্কেল আপের জন্য চিহ্নিত উদ্যোগগুলি হলো:	
		ক. উদ্যোগের শিরোনাম: হাসপাতাল লন্ড্রি বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ডাঃ শাহিন আব্দুর রহমান, আরএমও, ২৫০ বেড জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		খ: ইসিজি ও আল্টাসনোগ্রাম সেবা প্রদানের উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা-ডাঃ মোঃ ফজলুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		গ নিরাপদ প্রসব চাই, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলো যাই বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা-ডাঃ মো: জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং ডাঃ শিহাব মাহমুদ শাহরিয়ার, মেডিক্যাল অফিসার, রাণী[illegible]াঁও	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		ঘ ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রিপোটিং নকল ঔষধ এবং ঔষধের নির্ধারিত মূল্য যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের জন্য ওয়েবপোর্টাল ও মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা-মো: মুহিদ ইসলাম, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
		ঙ. হাসপাতাল ব্যবস্থার উন্নয়ন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ডাঃ এ এম এন মিজানুর রহমান, আরএমও, ১০০ শয্যা জেলা হাসপাতাল, নরসিংদী	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২	উদ্ভাবনী উদ্যোগ রেপ্লিকেশন/ স্কেল আপ	২ ৫টি উদ্যোগকে আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । এদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে জুন ২০১৯ এর মধ্যে। বাস্তবায়ন শুরু হবে জুলাই ২০১৯ থেকে এবং বাস্তবায়ন শেষ হবে ডিসেম্বর ২০২০। রেপ্লিকেশনের জন্য চিহ্নিত উদ্যোগ গুলো হলো-	
		ক. প্রবীনদের অগ্রাধিকার স্বাস্থ্য সেবা হেলথ কার্ড বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ডাঃ হাসান শাহরিয়ার কবীর, বিভাগীয় পরিচালক(স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		খ. জনগণের অংশগ্রহণে দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়নকারী-ডাঃ মাহমুদুর রাশেদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মনপুরা, ভোলা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		গ. ডায়াবেটিস ও হাইপার টেনশন রোগীদের স্বাস্থ্য কার্ড প্রণয়ন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা- ডাঃ [illegible] সিভিল সার্জন, বাগেরহাট	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		ঘ. ক্লিন হসপিটাল ডে পালন প্রোগ্রাম, হাসপাতাল আমার বাড়ী, পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল গড়ি -বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ- ডাঃ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার, সিভিল সার্জন, ভোলা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

		ঙ. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়ানো বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ- ডাঃ মো: জাকির হোসেন। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, রায়পুর, লক্ষীপুর এবং ডাঃ নূয়েন খীসা: UHFPO, বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩	উদ্ভাবনী উদ্যোগ রেপ্লিকেশন/ স্কেলআপ	৩। অবশিষ্ট ৪টি উদ্যোগ আগামী ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে পরিমার্জন করে রেপ্লিকেশন যোগ্য উদ্যোগগুলো বাছাই করতে হবে। পুনরায় রেপ্লিকেশন করে এগুলির রেপ্লিকেশন/স্কেলআপ করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং এটুআই প্রোগ্রাম সার্বক্ষনিক ফলোআপ করবে। উদ্যোগগুলো হলো- ক. বর্হিবিভাগে রোগীর সেবার মান উন্নয়নে বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও অপেক্ষাকাল কমানো বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ডা: মো: মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় নাক কান গলা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		খ. সেবা প্রদানের সময় সংক্ষিপ্তকরণ এবং দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ডা: মো: হাফিজুর রহমান, সহকারি পরিচালক, এনআইএনএস	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		গ. পারসোনাল ডাটা সীট সহজিকরণ (PDS) বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা, মাহবুবুর রহমান,আইট স্পেশালিষ্ট, এইচআর এইচ প্রজেক্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
		ঘ. দাপ্তরিক চিঠিপত্র অগ্রবর্তী সহজিকরণ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা- শাহীনুর বেগম, সহকারী পরিচালক (সমন্বয়) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
৪		৪। উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগনকে পুরস্কার/ডিও লেটার স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৫		৫। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমস্যা দূরীকরণে স্ব স্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর
৬		৬। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধিদপ্তর সমূহের যৌথ উদ্যোগে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সাফল্যগাঁথা প্রকাশনা আকারে বের করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সকল অধিদপ্তর
৭		৭। এসডিজি কেন্দ্রিক ইনোভেশন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যে উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির সাথে কিভাবে এসডিজির সমন্বয় করা যায় সেটা দেখতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সকল অধিদপ্তর

৩। সবশেষে সভাপতি মহোদয় সুন্দর এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। কর্মশালায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং করণীয় বিষয়গুলি যথাসময়ে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত:-
তারিখ: ৩০.০৬.২০১৯
মো: আসাদুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্মারক নং: ৪৫.০০.০০০০.১৪৩.৯৩.০০৪.১৮-১৫০

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৬ / ৩০ জুন ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১. ডা: হাসান শাহরিয়ার কবীর, বিভাগীয় পরিচালক(স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম
২. ডা: রথীন্দ্র নাথ মজুমদার, সিভিল সার্জন, ভোলা।
৩. ডা: জি কে এস শামছুজ্জামান, সিভিল সার্জন, বাগেরহাট।
৪. মোসা: শাহীনুর বেগম,সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. ডা: মো: হাফিজুর রহমান,সহকারি পরিচালক,ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট নিউরো সায়েন্স ও হাসপাতাল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬. ডা: মো: মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৭. ডা: মো: জাকির হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রায়পুর, লক্ষীপুর।
৮. ডা: নূয়েন খীসা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।

অ:পৃ:দ্র

৯. ডা: মাহমুদুর রাশেদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মনপুরা, ভোলা।
১০. ডাঃ মো: জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পকিল্পনা কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
১১. ডাঃ মো: ফজলুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পকিল্পনা কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর।
১২. ডাঃ শাহিন আব্দুর রহমান চৌধুরী, আরএমও, ২৫০ বেড জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার।
১৩. ডা: মিজানুর রহমান, আরএমও, ১০০ শয্যা জেলা হাসপাতাল, নরসিংদী।
১৪. ডাঃ শিহাব মাহমুদ শাহরিয়ার, মেডিকেল অফিসার, রাণিশংকল, ঠাকুরগাঁও।
১৫. মাহবুবুর রহমান, আইটি স্পেশালিস্ট, এইচআরএইচ প্রজেক্ট, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
১৬. মো: মুহিদ ইসলাম, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল/বাজেট/উন্নয়ন/আর্থিক ব্যবস্থাপনা অডিট/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২. মহাপরিচালক, (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন/ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী।
৩. পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব, এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
৪. পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. সচিব এর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম
১০. সিভিল সার্জন,..... জেলা।
১১. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২. অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃংখলা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম।
১৩. অফিস কপি।

(ড. বিলকিস বেগম)
উপসচিব
☎ - ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@hsd.gov.bd